দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 25 ...

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

উদয়ন স্কুল থেকে আরও এক শিক্ষিকাকে বিদায় নিতে হলো!

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ শহীদ জায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরীর পর রাজধানীর উদয়ন স্কুল ও কলেজ থেকে এবার বিদায় নিতে হলো জনপ্রিয় শিক্ষিকা শিবানী দাসকে। অব্যাহত মানসিক নির্যাতনের মুখে করা তাঁর পদত্যাগপত্র আগামী পয়লা অক্টোবর থেকে কার্যকর

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

উদয়ন স্কুল থেকে

(প্রথম পাতার পর)

হবে। কিন্তু প্রিয় শিক্ষিকার এই বিদায় মেনে নিতে পারেনি কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। তারা মঙ্গলবার ব্যাপক বিক্ষোভ করেছে স্কুল প্রাঙ্গণে। 'স্কুল থেকে যেতে দিব না'- এই দাবি তুলে দু' ঘণ্টা প্রায় অবরুদ্ধ করে রাখে শিক্ষিকাকে। পদত্যাগ প্রসঙ্গে শিবানী দাস জনকণ্ঠকে বলেছেন, 'এখানে আর থাকা সম্ভব ছিল না, তাই পদত্যাগ করেছি। আমি সব সময় ছাত্রছাত্রীদের মঙ্গল কামনা করি। এর বাইরে আর কিছু বলব না।' জানা গেছে, শিবানী দাস ১৯৭৪ সালের ১৩ জানুয়ারি থেকে উদয়ন স্কুলে শিক্ষকতা করে আসছেন। কিন্তু গত কিছুদিন ধরে স্কুল ও কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আরিফুর রহমান এই সিনিয়র শিক্ষিকাকে স্কুলের কাজকর্মের জন্য অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করেন। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর গত ২৭ আগস্ট শিবানী দাস পদত্যাগপত্র জমা দেন। কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি করে কয়েকদিন আগে পদত্যাগপত্রের ভিত্তিতে শিবানী দাসকে অব্যাহতি দেন। ১ অক্টোবর থেকে তাঁর অব্যাহতি কার্যকর হবে। এই সংবাদ মঙ্গলবার স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জানাজানি হলে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস বর্জন করে স্কুলের ভিতর বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

তারা তাদের প্রিয় শিক্ষিকা শিবানী দাসকে তাঁর রুমে দুপুর ১২টা থেকে বেলা দুইটা পর্যন্ত আটকে রাখে। এ সময় ছাত্রছাত্রীরা চিৎকার করে বলতে থাকে- আমাদের প্রিয় শিক্ষিকাকে কোনভাবেই যেতে দেব না। তারা ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষসহ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নানা স্লোগান দেয়। বেলা দু'টা পর্যন্ত তারা বিক্ষোভ করে।

প্রসঙ্গত কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ শহীদ জায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরীকে অপসারণ করার পর কলেজের প্রভাষক মুহাম্মদ আরিফুর রহমানকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেয়া হয়। দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে নানা বিষয়ে শিবানী দাসের সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হতো। এ ব্যাপারে মুহাম্মদ আরিফুর রহমান বলেন, অধ্যক্ষ হিসাবে শিবানী দাসকে বিভিন্ন কাজকর্মের কথা বলেছি। এর বাইরে কিছু নয়। তিনিও শিবানী দাসকে প্রিয় শিক্ষিকা হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেন, শিবানী দাস যদি এখনও চাকরি করতে চান তাহলে আবেদন করতে পারেন। ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ ও শিবানী দাসের পদত্যাগ প্রসঙ্গে আরিফুর রহমান বলেন, একটি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এসব করা হচ্ছে। তদন্ত করলে সব ঘটনা বেরিয়ে আসবে।

এদিকে পদত্যাগ প্রসঙ্গে শিবানী দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি আবেগময় কণ্ঠে বলেন, এখানে থাকা আর সম্ভব ছিল না, তাই পদত্যাগ করেছি। তিনি বলেন, আমি সব সময় ছাত্রছাত্রীদের মঙ্গল কামনা করি। এর বাইরে তিনি কিছুই বলতে চাননি। তবে তিনি বলেন, আমি নিজের ইচ্ছায়ই পদত্যাগ করেছি।